# মা-বাবা

بِاسْمِهٖ سُبْحَانَهٗ  وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ

**بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ**

**اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا اَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا * وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِى صَغِيرًا * رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا فِى نُفُوسِكُمْ اِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَاِنَّهٗ كَانَ لِلْاَوَّابِينَ غَفُورًا**

তোমার পালনকর্তা আদেশ করেছেন যে, তাঁকে ছাড়া অন্য কারও এবাদত করো না এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব-ব্যবহার কর। তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়েই যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয়; তবে তাদেরকে 'উহ' শব্দটিও বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না এবং বল তাদেরকে শিষ্ঠাচারপূর্ণ কথা।*

তাদের সামনে ভালবাসার সাথে, নম্রভাবে মাথা নত করে দাও এবং বলঃ হে পালনকর্তা, তাদের উভয়ের প্রতি রহম কর, যেমন তারা আমাকে শৈশবকালে লালনপালন করেছেন।- তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের মনে যা আছে তা ভালই জানেন। যদি তোমরা সৎ হও, তবে তিনি তওবাকারীদের জন্যে ক্ষমাশীল। *  ( ইসরা ২৩-২৫ )

হে ঘরের মধ্যে বয়স্ক এক মাতা বা পিতা বা আত্মীয়স্বজনদের থেকে অথবা ঈমানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ভাইদের থেকে অচল, অক্ষম, অসুস্থ কোন ব্যক্তির সম্মুখীন গাফেল!

উল্লেখিত আয়াতে কারিমার প্রতি মনযোগ দিয়ে দেখ যে, কিভাবে আয়াতের মধ্যে পাঁচটি স্থরের পৃথক পৃথক আঙ্গিকে বয়স্ক পিতামাতাকে করূণা, কৃপার তরে আহ্বান করছে। অবশ্য নিঃসন্দেহে পৃথিবীতে মা বাবার সম্মুখে তাদের সন্তানদের প্রতি একান্ত একনিষ্ট মর্মময় বিষয় হল, তাদের প্রতি স্নেহ ভালবাসা ছাড়া কিছুই নহে। এমন কি সর্বোচ্চ স্থরের আইন, নিয়মের অন্তগর্ত সন্তানদের প্রতি তাদের প্রদান করা স্নেহ মমতার ঠিক বিপরীত অধিকার হল, তাদেরকে সন্দেহাতীতভাবে সম্মান প্রদর্শন করা। কেননা তারা তাহাদের জিন্দেগীতে সুখ-সাচ্ছন্দের পরিপূর্ণতা দ্বারা স্বীয় সন্তানদের জিন্দেগীর জন্যে উৎসর্গ করে শেষ করে দিচ্ছেন। আর এরকমই যখন বাস্তবতা, ঠিক তখন মানবতার ধারন-ক্ষমতা নষ্ট হয় নাই বা কোন জীব-জন্তুর ন্যায় পরিবর্তন হয় নাই এমন প্রত্যেক সন্তানের জন্যে কর্তব্য হল ঐ মুহতারাম, বিশ্বস্থ, উৎসর্গকারী একান্ত বন্ধুদের (মা-বাবার) সাথে আত্মশুদ্ধিপূর্ণ সম্মান ও নিরংকুশভাবে তাদের খেদমত ও তাদের সন্তুষ্টি অর্জন এবং তাদের অন্তর সমূহকে আনন্দ প্রদান করা শ্রেষ্ঠ দায়িত্ব। চাচা ও ফুফু বাবার ন্যায় আর খালা ও মামা মায়ের হুকুমের ন্যায়।

সুতরাং ঐ মুবারাক পবিত্র বয়স্কদের দেহটাকে বোমা মনে করে ঐ দেহের মৃত্যু কামনা করা কি পরিমাণ অমানবিক এবং কি পরিমাণ মানব হিতৈষী জানো ও বুঝ! হাঁ যে জীবনটা তোমার জীবনের জন্যে উৎসর্গ করল, সেই জীবনটাকে অপছন্দ করা যে কি ধরনের নিকৃষ্ট ও জুলুম এবং মানব বিদ্দেশী ব্যাপারটাকে চিন্তা কর ও বুঝার চেষ্টা কর। হে জীবিকার প্রতি দরদী ও ধাবিত হওয়া মানুষ! জেনে রেখ যে, তোমার ঘরের মধ্যে আগত বরকতের পথ ও রহমতের মাধ্যম ও বিপদ আপদের বাধা প্রদানকারী ব্যক্তিরা হচ্ছেন তোমার বোঝা হওয়া এই মা-বাবা অথবা নিয়ন্ত্রণে থাকা বয়স্ক আত্মীয়-স্বজন। মাথা ঠান্ডা রাখ, আর কখনও বল না যে, জীবিকা উপার্জন করা আমার জন্যে কষ্টকর হয়ে পড়েছে। মোঠেও চালিয়ে যেতে পারচ্ছি না। তার কারণ, যদি তাদের কারণে বরকত, রহমত না আসত। তাহলে তোমার জীবিকা উপার্জনের মসিবতসমূহ আরও বেশি হয়ে যেত। আর এই বাস্তবতাকে আমার পক্ষ থেকে  বলছি বিশ্বাস কর। এই বাস্তবতার অনেক অনেক অকাঠ্য

প্রমাণ সমূহ আমার কাছে বিদ্যমান আছে। যেগুলো দিয়ে তোমাকে বিশ্বাস করাতে সক্ষম আমি। কিন্তু লম্বাচুড়া না বলার জন্যে এখানেই বাদ দিচ্ছি। আমার এই কথার উপর পরিতুষ্ট হও। আমি বাতাসের কসম করে বলছি যে, এই হাকিকাত (বাস্তবতা) নিঃসন্দেহে অসাধ্য, মজবুত। তুমি তো মানুষ এমনকি, এই হাকিকাতের দ্বারা আমার নফস ও শয়তান পর্যন্ত নত হতে বাদ্য হয়েছিল। আর অবশ্যই, যে হাকিকাত আমার নফস কে চূড়মার করেছে এবং শয়তান কে নিরব করে দিয়েছে সেই হাকিকাত সন্দেহাতীত তোমার অন্তরকে পরিতৃপ্ত করা উচিৎ, অবশ্যই করবে।

বলাবাহুল্য, দুনিয়ার অবস্থা থেকে জ্ঞাত যে, অসীমভাবে যিনি রহমান, রহিম, লাতিফ, কারিম, (আল্লাহর নামসমূহ) হওয়া মালিকে-যুল-জালাল-ওয়াল-ইকরাম যদি বাচ্চা শিশুকে দুনিয়াতে প্রেরণ করার সময় ঠিক তার পিছনে তার রিযিকের এত সুন্দর বন্দোবস্ত করণঃ এবং মায়ের স্থন থেকে পানির টেপের ন্যায় রিযিকের আঞ্জাম প্রদান করতে পারেন, তাহলে শিশুদের হুকুমের ন্যায় হওয়া অথবা শিশুদের থেকে আরও বেশি কৃপার মুখাপেক্ষী যারা বয়স্ক ও বৃদ্ধ ব্যক্তিদেরও খাবার, জীবিকা এক বরকতের ন্যায় তিনি প্রেরণ করতে পারেন । তাদের এই জীবনকে অতি লোভী এবং বখীল মানুষগুলোই অপছন্দ করে। اِنَّ اللهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُوالْقُوَّةِ الْمَتِيْنُ

আল্লাহ তা'আলাই তো জীবিকাদাতা শক্তির আধার, পরাক্রান্ত। (**যারিয়াত ৫৮)**

وَكَاَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اَللهُ يَرْزُقُهَا وَاِيَّاكُمْ

আর কত না জীবজন্তু রয়েছে যারা তাদের জীবিকা বহন করে না, আল্লাহ্ই তাদের রিযেক দান করেন এবং তোমাদেরও (**আনকাবুত ৬০)**

আলোচ্য আয়াত সমূহের মর্মার্থের প্রেক্ষিতে স্পষ্ট যে সমস্ত জীবের সকল শ্রেণীর সৃষ্টিকুল স্বীয় ভাষায় চিৎকার করতঃ ঐ আয়াতের তাৎপর্যকে স্বীকার করছে।

আরেকটি কথা এই যে, কেবল বায়োজ্যোষ্ট আত্মীয় ব্যক্তিরা নহেন বরং মানবের বন্ধু হিসেবে বিবেচিত এবং মানুষের খাবার দাবারে তার খাবার প্রেরণকৃত যে বিড়াল রয়েছে, তার ন্যায় অনেক মাখলুকের মাধ্যমে বরকতের প্রভাব বিস্তার করেও মানুষের জীবিকায় আসে। এই কথার প্রেক্ষিতে আমি নিজে সুনির্দিষ্ট প্রমাণ হিসেবে সফরকারী একটি উদাহরণ বলি, আমার খুবই নিকটের বন্ধুরা তারা জানে যে, প্রতিদিন অর্ধেক রূটি দুই তিন বছর পূর্বে পেতাম ও এটা ঐ গ্রামের অনেক ছোট রূটি ছিল এতটাই সীমিত ও নির্দিষ্ট ছিল যে, আমার জন্যে প্রায়ই যথেষ্ট ছিল না। যাই হোক পরবর্তীতে আমার মুছাফির হিসেবে চারটি বিড়াল আসল। আমি লক্ষ করলাম আমি ও ঐ ৪টি বিড়ালের জন্যে রুটির একটি অর্ধেকাংশে আমাদের জন্যে যথেষ্ট হয়ে গেল । এতটাই যথেষ্ট ছিল ৪টি বিড়াল ও আমি খাবার পর বেশির ভাগই সময় অংশ বিশেষ রয়ে যেত ।

যাইহোক, এই অবস্থা ও প্রেক্ষাপট এবাবে চলতে চলতে আমার মধ্যে একটি তৃপ্তি আসল যে, আমি আসলে এই বিড়ালদের বরকতের কারণে উপকৃত হচ্ছিলাম। আর আমি অসাধ্যভাবে ঘোষনা করছিলাম যে, এই ৪টি বিড়াল আমার জন্যে বোঝা নহে এবং তারা আমার থেকে নহে বরং আমি তাদের থেকে সুযোগ ও শান্তি পাচ্ছিলাম।

হে মানুষ! চিন্তার বিষয় হল আসলে জানোয়ারের আকৃতিতে একটি প্রাণী মানুষের ঘরের মধ্যে মুসাফির হওয়ার বেলা বরকতের ডেও চলে আসে। একিভাবে, যদি মাখলুকাতের সর্বোচ্চ মর্যাদাশীল হওয়া মানুষ।

আর মানুষের থেকে সর্বোচ্চ পূর্ণাঙ্গরূপি হওয়া ঈমানদার, আর ঈমানদারদের থেকে সবচেয়ে সম্মানী ও স্নেহতার যোগ্য, দুর্বল, অসুস্থ হওয়া বয়স্ক ব্যক্তির এবং অসুস্থ বয়স্কদের মধ্যে হওয়া করূণা, কৃপা, ভালোবাসায় সবচাইতে উপযুক্ত ব্যক্তিবর্গ আত্মীয়স্বজন এবং এই আত্মীয়স্বজনদের মাঝে ও সর্বোচ্চ স্থরের মূল বন্ধু ও সাথী, প্রিয় হওয়া পিতা-মাতাকে যদি বয়স্কতার চাপে যারা বসে আছেন তাদের থেকে যদি তৃপ্তি পাও তাহলে কি স্থরের বরকতময় ও রহমতময় তুমি হবে এবং لَوْلَا الشُّيُوخُ الرُّكَّعُ لَصُبَّ عَلَيْكُمُ الْبَلَاءُ صَبًّا আলোচ্য বাক্যের অর্থ হল; বক্রতার নিংড়ানোকৃত তোমাদের মধ্যে যদি স্ববৃদ্ধরা না হইত; তাহলে বিপদ বন্যার ন্যায় তোমাদের স্পর্শ করত (তাবারানি, মু'জামুল কাবির ২২/৩০৯) ।

এই বয়স্ক মা-বাবা কি পরিমাণের মুসিবাতের প্রতিবন্ধক তুমি যুক্তি খাটিয়ে চিন্তা কর। সুতরাং হে মানুষ! নিজের মাথা ঠিক কর! যদি তুমি মৃত্যুবরণ না করো, তাহলে সুনিশ্চিত বৃদ্ধ হতেই হবে اَلْجَزَاءُ مِنْ جِنْسِ الْعَمَلِ অর্থাৎ তুমি যদি পিতামাতা কে সম্মান না দেখাও তাহলে তোমার সন্তানাদিরা তোমার খেদমত করবে না। অত:এব যদি আখেরাতকে ভালবাস, তাহলে তোমার জন্যে রয়েছে গুপ্তভান্ডার তুমি তাদের খেদমত কর। তাদের সন্তুষ্টিকে অর্জন কর। আর দুনিয়াকেও যদি ভালবাস, তাহলেও তাদেরকে খুশি কর যাতে তাদের কারণে তোমার জীবনের সফলতা আরাম আয়েশ যেন রহমত স্বরূপ আসে।

নতুবা তাদেরকে বোঝা মনে করা তাদের মৃত্যুকে আশা করা এবং তাদেরকে কষ্ট ও ভেঙ্গে দেওয়ায় তুমি কিছুই অর্জন করবে না কেবল, خَسِرَ الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَ এই অংশের অধিকারী হবে (অর্থাৎ দুনিয়ায় ও পরকালে ধ্বংসশীল) যদি রহমানের রহমত তুমি চাও, তাহলে তার প্রদত্ত আমানত সমূহকে ও তোমার ঘরের আমানত সমূহের (মা বাবার) প্রতি রহম কর।

পরকালীন ভাইদের থেকে মুস্তফা চাউস নামে এক ব্যক্তিত্ব ছিলেন। দ্বীন ও দুনিয়াতে আমি তাহাকে প্রচুর উপযোগী হিসেবে দেখচ্ছিলাম। কিন্তু তার রহস্য আমি জানতাম না। পরে বুঝতে পারলাম যে, তার এই উপযোক্ততার মুলকারণ হল তিনি তার পিতা-মাতার অধিকার বুঝেছিলেন আর ঐভাবেই তিনি সম্মান করেছিলেন। আর তাদের কারণেই আরাম ও আয়েশের জিন্দেগী পেয়েছিলেন। ইনশা আল্লাহ, তিনি তার আখেরাতকে মেরামত করে নিয়েছেন। দ্বীপ্তিময় জীবনের আগ্রহী অবশ্যই তার মত হওয়া উচিৎ। রেফঃ মাকতুবাত ২৫৯

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى مَنْ قَالَ اَلْجَنَّةُ تَحْتَ اَقْدَامِ الْاُمَّهَاتِ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ اَجْمَعِيْنَ

سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ